উপস্থাপন করো। প্লেটোর মতে কোন্ ...

প্লেটোর মতানুসারে ধারণা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু

প্লেটোর মতে মূলতত্ত্ব হল ধারণা। প্লেটোর দর্শনে সামান্য, ধারণা, আকার সমার্থক শব্দ। প্লেটোর মতে ধারণারই প্রকৃত সত্তা আছে, বিশেষের প্রকৃত সত্তা নেই। বিশেষ বস্তুগুলি ধারণার নকল বা অনুকরণ মাত্র।

ধারণা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বস্তুগুলির মধ্যে পার্থক্য

(1) সংজ্ঞাগত পার্থক্য: সামান্য বা আকার বা ধারণা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বস্তুর সারধর্ম যা বস্তুবস্তুর মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে এবং যার সাহায্যে বস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যেমন—মনুষ্যত্ব, গোত্ব ইত্যাদি।

অপরপক্ষে, বিশেষ বস্তু হল ধারণার নকল যা অপূর্ণ। দেশ কালে অবস্থিত, অনিত্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। যেমন—রাম, শ্যাম, বিশেষ মানুষ।

(2) জ্ঞানের বিষয়ের দিক থেকে পার্থক্য: ধারণা হল প্রকৃত জ্ঞানের বিষয়, যা নিত্য, শাশ্বত, সার্বিক, অপরিবর্তনশীল। যেমন—মনুষ্যত্ব।

অপরপক্ষে, বিশেষ বস্তু হল প্রত্যক্ষের বিষয়, যা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল। যেমন—রাম, শ্যাম।

(3) অবস্থানগত পার্থক্য: ধারণা হল দ্রব্য, কিন্তু বস্তু নয়। ধারণার মননিরপেক্ষ স্বাধীন, স্বনির্ভর অস্তিত্ব আছে। ধারণা অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করে।

অপরপক্ষে, বিশেষ বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অবস্থান করে। বিশেষের স্বনির্ভর অস্তিত্ব নেই।

(4) সংখ্যাগত পার্থক্য: ধারণা স্বরূপত এক। অপরপক্ষে বিশেষ অসংখ্য। যেমন—মনুষ্যত্ব স্বরূপত এক, কিন্তু বিশেষ মানুষ রাম, শ্যাম বহু।

(5) দেশ ও কালে অবস্থানগত পার্থক্য: ধারণা দেশ ও কালে থাকে না। ধারণা দেশকালাতীত অতীন্দ্রিয় সত্তা।

অপরপক্ষে, বিশেষ বস্তু দেশ ও কালে থাকে। তাই বিশেষ বস্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পদার্থ।

(6) পূর্ণতার দিক থেকে পার্থক্য: ধারণা নিষ্কলঙ্ক, ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণ। তাই ধারণা প্রত্যেক বিশেষ বস্তুর আদর্শ। অপরপক্ষে, বিশেষ বস্তু ত্রুটিযুক্ত, কলঙ্কযুক্ত ও অপূর্ণ। বিশেষ বস্তু ধারণার নকল, প্রতিচ্ছবি।

ধারণা ও বিশেষ বস্তুর সম্পর্ক

প্লেটোর মতে ধারণা ও বিশেষের মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্যগুলি থাকলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তার মতে বিশেষ হল ধারণার নকল, অনুকরণ। ধারণার জগৎ থেকে বিশেষ জগতের উৎপত্তি হয়েছে।

[1] **ধারণার জগৎ থেকে বিশেষ বস্তু জগতের উৎপত্তি প্রক্রিয়া:** প্লেটোর মতে বিশেষের জগৎ হল জড়জগৎ ও জীবজগৎ। সামান্য বা ধারণা নিষ্ক্রিয় বলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশেষ বস্তু বা জীবে পরিণত হতে পারে না। তাই প্লেটো বিশেষের জগৎ সৃষ্টির জন্য এক সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় সত্তা কল্পনা করেছেন তিনি হলেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে তিনি ডেমিয়ার্জ বলেছেন। ঈশ্বরই ধারণা ও জড়ের সাহায্যে এই বিশেষের জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

[2] **অনুকরণ তত্ত্বের সাহায্যে ধারণা ও বিশেষের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা:** সামান্য বা ধারণার সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধকে প্লেটো অনেক সময় মূলের সঙ্গে অমূলের, আসলের সঙ্গে নকলের, মডেলের সঙ্গে অনুকরণের সম্বন্ধের অনুরূপ বলেছেন। যেমন—বৃক্ষের একটি ছবি যেমন বৃক্ষটির অনুকরণ। ওই বৃক্ষটি আবার তেমনি আদর্শ বৃক্ষ সামান্যের অনুকরণ। সুতরাং সামান্য বা ধারণাই মূল এবং বিশেষ মাত্রেই সামান্যের অনুকরণ।

সমালোচনা: সামান্য ও বিশেষের মধ্যে সম্বন্ধের এইরূপ ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। কেননা অনুকরণ করতে হলে সামান্যকে দেশ ও কালে থাকতে হবে। কাল সামান্য আর সামান্য থাকবে না, বিশেষে পরিণত হবে।

[3] **অংশগ্রহণ তত্ত্বের সাহায্যে ধারণা ও বিশেষের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা:** প্লেটো বলেছেন বিশেষগুলি সামান্যে অংশগ্রহণ করে। তাই এদের মধ্যে সম্পর্ক সমগ্র ও অংশের সম্পর্ক।

সমালোচনা: সামান্য ও বিশেষের এইরূপ সম্পর্ক যথার্থ নয়। কেননা বিশেষ বস্তু যদি সমগ্র সামান্যে অংশগ্রহণ করে তবে যত বিশেষ তত সামান্য স্বীকার করতে হবে। ফলে বহু সামান্য স্বীকার করতে হবে। যা সামান্যের স্বরূপের বিরোধী, কেন-না সামান্য এক। ফলে সামান্য ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না।

আবার বিশেষ যদি সামান্যের অংশে অংশগ্রহণ করে তবে বিশেষ মাত্রাধিক্য হলে অনেক বিশেষ অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না। ফলে তারা অন্য জাতিতে পরিণত হবে, যা হাস্যকর।

সুতরাং, উপমার সাহায্যে প্লেটো সামান্য ও বিশেষ বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্লেটোর মতে পরম মঙ্গলের ধারণা সর্বোচ্চ স্তরের

প্লেটোর মতে প্রত্যেক বিশেষ বস্তুর ধারণা আছে। বিশেষ বস্তু হল আদর্শ ধারণার নকল। বিশেষ বস্তু বহু। তাই ধারণাও বহু। ব্যাপকতার দিক থেকে ধারণার মধ্যে স্তরভেদ আছে। প্লেটো ব্যাপকতার দিক থেকে সামান্য বা ধারণার ক্রমোচ্চ স্তরভেদ ও পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন।

প্লেটোর মতে অব্যাপক ধারণা ব্যাপক ধারণার অধীনস্থরূপে, আবার ব্যাপক ধারণাটি ব্যাপকতর ধারণার অধীনস্থরূপে ক্রমোচ্চ পিরামিডের আকারে যৌক্তিক ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত থাকে।

এই যৌক্তিক ক্রমের সর্বোচ্চ স্তরে এক সর্বব্যাপক, স্বনির্ভর ধারণা প্লেটো স্বীকার করেছেন যাকে তিনি পরম কল্যাণ বা পরম মঙ্গলের ধারণা বলেছেন। আবার এই সর্বোচ্চ ধারণা পরম মঙ্গলকে তিনি ঈশ্বরের ধারণাও বলেছেন।

∴ সর্বোচ্চ ধারণা = পরম মঙ্গলের ধারণা = ঈশ্বর।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে প্লেটোর মূল বক্তব্য

প্লেটো তাঁর 'টাইমিউস' গ্রন্থে বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ঈশ্বর কীভাবে আদর্শ ধারণার জগৎকে জড়জগতের রূপদান করেছেন।

[1] **প্লেটোর দ্বিজাগতিক তত্ত্ব:** প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে দুটি জগতের কথা বলেছেন—[a] ধারণার জগৎ ও [b] বিশেষের জগৎ।

[a] **ধারণার জগৎ:** প্লেটোর মতে, ধারণা বা আকার বা সামান্য পর্যায় শব্দ। এই ধারণা নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর। এই ধারণা দেশ-কালাতীত অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করে। ধারণা হল সকল বিশেষের আদর্শ। তাই তা নিষ্কলঙ্ক, ত্রুটিমুক্ত এবং কেবল বুদ্ধিগম্য। ধারণা অসংখ্য, সকল প্রকার ধারণা নিয়েই ধারণার জগৎ গঠিত হয়।

[b] **বিশেষের জগৎ:** বিশেষ হল ধারণার অনুলিপি বা নকল অনুকরণ। তাই বিশেষ অনিত্য ও স্থানকালে সীমাবদ্ধ। আবার, বিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয়। যেমন—মনুষ্যত্বের ধারণা বা সামান্যের নকল বিশেষ হল রাম, শ্যাম প্রভৃতি মানুষ। তেমনই গোরু, বৃক্ষ, পশু, পাখি সব কিছুই বিশেষ। এই সকল বিশেষকে নিয়ে বিশেষের জগৎ গঠিত।

সুতরাং, প্লেটোর মতে ধারণার জগৎ ও বিশেষের জগৎ সম্পূর্ণ বিপরীত।

[2] **ধারণার জগৎ থেকে বিশেষ জড়জগতের উৎপত্তি প্রক্রিয়া:** প্লেটোর মতে বিশেষের জগৎ হল জড়জগৎ ও জীবজগৎ। সামান্য বা ধারণা নিষ্ক্রিয়, তাই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশেষ বস্তু বা জীবে পরিণত হতে পারে না। তাই প্লেটো বিশেষের জগৎ সৃষ্টির জন্য এক সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় সত্তা কল্পনা করেছেন, তিনি হলেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে তিনি ডেমিয়াজ বলেছেন। ঈশ্বরই ধারণা ও জড়ের সাহায্যে এই বিশেষের জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

[3] **বিশ্বাত্মার (World Soul) সৃষ্টি:** প্লেটো ধারণা ছাড়াও অসত্তা জড় উপাদানের কথা স্বীকার করেছেন। জড়কে অসত্তা বলার অর্থ হল বিশুদ্ধ জড় আকারহীন। ঈশ্বর সর্বপ্রথম ধারণা ও জড়কে সংযুক্ত করে বিশ্বাত্মা সৃষ্টি করলেন। এই বিশ্বাত্মা ধারণার মতো নিরবয়ব, আবার জড়ের মতো দৈশিক। এই বিশ্বাত্মা সমগ্র জগতের গতি ও শক্তির উৎস।

[4] **বিশ্বজগৎ সৃষ্টি:** জড় আকারহীন ও নিষ্ক্রিয়। ঈশ্বর বিশ্বাত্মাকে জড়ের ওপর প্রতিবিম্বিত করে জড়কে বিশেষ আকারে আকারিত করলেন, তাতে বিশ্বাত্মার গতি ও ক্রিয়া প্রদান করলেন। সৃষ্টি হল চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। এই সব কিছুই বিশ্বাত্মার গতিতে সক্রিয় হয়ে বিশ্বে ক্রিয়াশীল। এরপর ঈশ্বর সকল দেবদেবী, মানুষ, পশুপাখি, বৃক্ষলতা, নদনদী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারটি জড় উপাদানের ও

আকারের তারতম্যের ভিত্তিতে, বিশ্বাত্মার প্রতিফলনের তারতম্যের ভিত্তিতে ঈশ্বর এই বৈচিত্র্যময় জড়জগৎ ও জীবজগৎ সৃষ্টি করলেন।

[5] **জগতের আদর্শ:** প্লেটোর মতে, ধারণার জগৎ হল আদর্শ জগৎ। এই জগৎ পূর্ণ, মঙ্গলময় ও কল্যাণময়। কিন্তু জগতে যে অপূর্ণতা ও অকল্যাণ দেখা দেয় তার কারণ ঈশ্বর নন। এর কারণ হল অসত্তা জড়। এই অসত্তা জড়ের জন্য জাগতিক কোনো কিছুই ধারণার মতো কলঙ্কমুক্ত, পূর্ণ, কল্যাণময় নয়।

[6] **জগতের শৃঙ্খলা:** ঈশ্বর সর্বোচ্চ কল্যাণের আদর্শকে অনুকরণ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই আদর্শই জগতের শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য, সংহতি, গতি ও সৃষ্টির একমাত্র কারণ।

মূল্যায়ন: এইভাবে প্লেটো সত্তা ধারণা ও অসত্তা জড়-এই দুই উপাদানের সাহায্যে ঈশ্বর কীভাবে ধারণার জগৎ থেকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি করেছেন, তা ব্যাখ্যা করেছেন।